উৎস মানুষ । নেট সংস্করণ । সংখ্যা : এপ্রিল ২০০৫

''পরিবর্তনকে ভয় করলে চলে না । রবীন্দ্রনাথ নিজেই কত অদলবদল করেছেন, তবে তো শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল । কিন্তু অদলবদলের মধ্যেও একটি সঙ্গতিবোধ থাকা চাই । মানুষ যদি বদলে গিয়ে অমানুষ হয়ে যায়, তা হলে সে আর মনুষ্যপদবাচ্য থাকে না ।''

- 'শান্তিনিকেতনে এক যুগ' : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

রম্য রচনা অথবা বিদ্রূপনাট্য

টেগোর পেলভিস ব্যান্ড

আশীষ লাহিড়ী

মঞ্চে পর্দা ফেলা রয়েছে । প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলছে । বীভৎস জোরে কোনো ব্যান্ডের মিউজিক বাজছে । সুর নেই, কেবল কিছু মিউজিক্যাল এফেক্ট নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অস্বাভাবিক দ্রুত লয়ে বেজে চলেছে । অল্পবয়সী শ্রোতারা অনেকেই নাচছে , প্রধানত বস্তিপ্রদেশ অর্থাৎ পেলভিস নাচিয়ে । সব মিলিয়ে বেশ এলোমেলো অবস্থা ।

বেশ কিছুক্ষণ এরকমই চলল । দু'একজন শ্রোতা মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করে কিছু বলছে ; কী বলছে শোনা যাচ্ছে না । হঠাৎ মিউজিক থেমে যায় । প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার । পর্দা সরে যায় । মঞ্চের ওপর কয়েকটি ছেলেমেয়েকে দেখা যায় । একেবারে পিছনে ক্যাটকেটে লাল শালুর ওপর সবুজ রঙে ইংরিজিতে লেখা : TAGORE PELVIS BAND , KOLKATA AND PENNSYLVANIA, WISHES YOU A MERRY 25 BAISHAKH. বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেখা যাচ্ছে ।

জীন্স আর শার্ট পরা বছর বত্রিশ-তেত্রিশের একটি মেয়ে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে আসে । তার ওপর বেগুনি স্পটলাইট পড়ে । শার্টের বাঁদিকটা, কাঁধ থেকে পেট পর্যন্ত, কালো কাপড়ে ঢাকা । ডানদিকের স্তন দৃষ্টিকটুভাবে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় উদ্ধত ।

মেয়ে ।। (*আগাগোড়া মুনমুন সেনের অ্যাক্সেন্টে কথা বলে যাবে*) হাই !আমি জায়িটা । জায়িটা ফ্রম পেন্সিলভেনিয়া । আয়্যাম আ পি-এচ-ডি ইন এথ্নো প্ল্যানেটারি পেলভিক মবিলিটি ; আই রিপিট, এ থ্ নো - প্ল্যা নে টা রি পে ল ভি ক ম বি লি টি । (*কোমড় নাচায়*) সোসাইটি অব মোরোনিক ইন্ডো-আমেরিকান্স থেকে আমি একটা স্পেশাল পেলভিক সাইটেশন পেয়েছি । (*নিজে হাততালি দেয়*) আমার স্পেশাল ইন্টরেস্ট এরিয়া হল সিঙ্গল-ব্রেস্ট-ডাব্ল-বাটক মুভমেন্ট্স । (*বুকে ও নিতম্বে হাত রাখে । কোমড় নাচায় । আবার নিজে হাততালি দেয়*) এই নিয়ে ওয়র্কশপ করার জন্যই আমি ক্যালকাটায় এসেছিলাম । (*বাও করে*) আমার এই ভিজিটটা টেগোঅরের বার্থ ডে'র সঙ্গে কোইনসাইড করে গেল । অ্যান্ড সো, হিয়ার আই অ্যাম, সেলিব্রিটিং টেগোঅর'স টু হানড্রেড্যান্ড ফড়্টিফোড়্থ বার্থডে । (*শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন, চাপা হাসি । জয়িতা অবাক হয়ে তাকায়, কী হয়েছে বোঝবার চেষ্টা করে । বুঝতে পারে না । শ্রাগ করে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে*) লেম্মি ইন্ট্রোডিউস মাই ফ্রেন্ড্স অ্যান্ড কলীগ্জ । এ হচ্ছে জোকা'র আনিরুড্ , ম্যাচো গাই নুমেরো উনো ।

অনিরুদ্ধ ।। (*গীটারে ঝংকার দিয়ে, চুল ঝাঁকিয়ে*) হাই ফোক্স ! আমি জোকা আইআইএম-এ পি-এইচ-ডি করছি অন মিউজিক্যাল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মার্কেটিং । গত দু'বছর ধরে আমি এই টেগোঅর পেলভিস ব্যান্ডের অ্যাকটিভ মেম্বার ।

জয়িতা ।। অ্যান্ড হিয়ার্স পার্মিটা, পাড়ু ইন শর্ট । (*বছর তিরিশের পারমিতা এগিয়ে এসে হাত নাড়ে । ঢিলে শার্ট, আঁটো প্যান্ট, গলা থেকে পেট অব্দি ঝুলছে মস্ত বড় বড় লালনীল পুঁতির মালা, মাথায় সবুজ পাগড়ী, ঠোঁটে কুচকুচে কালো লিপ্স্টিক*) না, ও কিন্তু ডেবডাসের পাড়ু নয় , হা হা !

পারমিতা ।। (*নিতম্ব ও বুক দুলিয়ে*) ও! ডোন্ট বি সিলি জায়ি ।

জয়িতা ।। পারু ইজ আ হাইলি ট্যালেন্টেড এথ্নিক ফ্যাশন ডিজাইনাড়্ । শী স্পেশালাইজেস ইন জারোয়া ট্রাইবাল টপ্লেসেস । (*পারু নিজেই হাততালি দেয়, অন্যেরা দেয় না)* ইন ফ্যাক্ট, দ্যাট্স হোয়াট বাইন্ড্স আস টুগেদাড়্, দিস ট্যালেন্ট ফ্যাক্টর । ট্যালেন্টের ব্যাপারে দ্যাড়্স নো কাম্প্রোমাইজ, ইউ নো । ইয়াঃ, অ্যান্ড দেয়ার গোজ দা ট্যালেন্ট -- টেগোঅর, আওয়ার গ্র্যান্ড ওল্ড খাবিগুড়ু ।খাবিগুড়ু ইউ নো, হ্যাড ট্যালেন্ট। য়োরোপীয়নরা তো আর পাঁঠা নয় ! সেই এইটিন থার্টিনে -- অর মে বি নাইনটিন, আয়্যাম নট ট্যু শুয়র -- দে পেইড দা গাই দা ইকুইভ্যালেন্ট অব টু ক্র-অ-ড় রুপিজ ফর কম্পোজিং আ ফিউ বেংগলি সংজ । গুড গড ! গোটাকতক বাংলা গানের জন্যে দু'কোটি ! ফ্যান্টাস্টিক মার্কেটিং, আই মাস্ট সে । বাট আমি বোঢহয় আনিরুডের ডোমেইনে চলে যাচ্ছি । সরি । সো, নাউ ব্যাক টু বিজ্নেস । কাম, মাই সুইট লিট্ল মুন্নি । (*বছর বারো বয়সের রোগা টিংটিঙে লাল স্ল্যাক্স পরা মেয়েটি এগিয়ে আসে, নমস্কার করে)* । আপনাড়া দেখেছেন, মুন্নি কী খিউট ! শী স্টিল ডাজ দা নমস্কারম । তুমি বড়ো হয়ে কী হবে মুন্নি ?

মুন্নি ।। আমি ? আমি মডেল হব । আইশারিয়ার মতো । মা তো বেড়াল পুষেছে ।

জয়িতা ।। কেন, বেড়াল পুষেছে কেন ?

মুন্নি ।। বাঃ, র‍্যাম্পের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে না ? নীলা আন্টি বলেছে এখন থেকে পুসির সঙ্গে প্র্যাকটিস করলে আর অসুবিধে হবে না ।

জয়িতা ।। ও, গ্রেট ! লেট'স গিভ আ বিগ হ্যান্ড টু আওয়ার ফিউচার ক্যাট ওয়াকার । (*সকলের হাততালি*) অ্যান্ড নেক্স্ট, দা হার্টথ্রব অব অল ইলিজিব্ল গার্ল্স -- দা ইন্কম্প্যারেব্ল, দা আন্পুট- ডাউনেব্ল ড়াহুল, ডির্রেক্টর অব আওয়ার টেগোঅর পেলভিস ব্যান্ড, অ্যান্ড আ ফেইমাস টেগোঅর স্কলার (*বাও করতে করতে লম্বা চওড়া পুরুষালি চেহারার বছর চল্লিশের রাহুল এগিয়ে আসে । শার্টের বোতাম খোলা, হাতা অর্ধেক গোটানো । লোমশ বুক দেখা যাচ্ছে । বালা-পরা হাত নাড়ে । দর্শক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ।*) ড়াহুলদা, তুমি টেগোঅর-এর ওপর কোন থিম নিয়ে ডক্টরেট করেছো একটু বলবে প্লিজ !

রাহুল ।। ইয়া । সংস্ কম্পোজ্ড বাই টেগোঅর হোয়াইল আন্ডারগোয়িং পাইল্স অপারেশন ইন আ লন্ডন হসপিটাল । আমি এই পর্যায়ের গানগুলোর নাম দিয়েছি 'পাইল্স সংস্'। বাংলায় 'অর্শগীত' । আমার এডিট করা গীতবিতানের নেক্সট এডিশনে এই গানগুলো অ্যাড করছি ।

জয়িতা ।। ও! দ্যাট্স গ্রেট । আচ্ছা ড়াহুলদা, তোমাকে শুধু ড়াহুল বললে তুমি কি ড়াগ করবে ?

রাহুল ।। জাস্ট দ অপোজিট। আমি বরং ওয়েলকাম করব ।

জয়িতা ।। থ্যাঙ্খিউ ডার্লিং । সো ড়াহুল, তুমি কি আমাদের দু'একটা পাইল্সসং-এর ডিমনস্ট্রেশন দেবে?

রাহুল ।। নিশ্চই । (*খালি গলায়, মোটের ওপর সুর আছে, বার দুয়েক রিপিট করে*) আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে, তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে । অ্যাকচুয়ালি টেগোঅর অর্শের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে সার্জনের কাছে যান; সেইখানে চেম্বারে ডক্টরের জন্য ওয়েইট করতে করতে এই অর্শগীতটা কম্পোজ করেন ।

জয়িতা ।। ব্রিলিয়্যান্ট !

রাহুল ।। তবে, টেগোঅর ওয়জ আ সুপার-রোম্যান্টিক পোয়েট। সবকিছুকেই তিনি রোম্যান্টিসাইজ করে নিতেন, ইভ্ন পাইল্সকেও। যেমন ধরো, ঐ ফেমাস অর্শগীতটা ; সন্তোষ সেনগুপ্তর গলায় খুব পপুলার, অবশ্য দিজেনদাও খারাপ গাননি । ঐ যে -- (*গান গায়*) বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা । হোয়াট হ্যাপ্নড ওয়জ, ঐদিন সকালে টেগোঅর হ্যাড আ পার্টিকুলরলি ব্যাড অ্যাটাক অব পাইল্স । দেয়ার ওয়জ হেভি ব্লিডিং। রক্তে প্যানটা ভরে গিয়েছিল ।সেই ব্লাডি এক্সপিরিয়েন্সটাকে সাব্লিমেট করার জন্য উনি ঐ রোম্যান্টিক গানটা লেখেন। দ্যাট ওয়জ আ স্ট্রোক অব রিয়্যাল জিনিয়স । আমার পি-এইচ-ডি থিসিসে একজন পাইল্স পেশেন্টের এই সাইকোলজিক্যাল সাব্লিমেশনের ব্যাপারটা খুব নীট্লি এক্সপ্লেন করা আছে ।

[প্রেক্ষাগৃহের মাঝখান থেকে গন্ডগোল শোনা যায় । টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে -- 'কী ভেবেছেনটা কী !', 'মিনিমাম সিভিক সেন্স নেই', 'শালা কোথাকার শুড্‌ঢা রে !' দেখা যায় জীন্‌স আর পাঞ্জাবি পরা লম্বাচওড়া সুঠাম চেহারার, দাড়ি-গোঁফ কামানো, টাকমাথা, টকটকে ফর্সা দেখতে একটি লোক হনহন করে এর-ওর-তার পা মাড়িয়ে হুড়ুমদুড়ুম করে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে ।]

রাহুল ।। হে, ইউ গাই, হোয়াট্‌স দা ম্যাটার ? হোয়াট ডু য়্যু ওয়ন্ট ?

লোকটি ।। (*সরু চড়া গলায়*) হোয়াট্‌স দ্য ম্যাটার ? অরাজকতা পায়া শালা ! ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি । পাইলসংস্‌ ? অর্শ গীতি ? গান নিয়ে মাজাকি হচ্ছে ? (*রাহুলের কলার চেপে ধরে । জয়িতা ও পারমিতা ভয়ে ছুটে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় । মুন্নি হি হি করে হাসতে থাকে । অনিরুদ্ধ তেড়ে এসে লোকটিকে মারতে যায় । হুবহু অমিতাভ বচ্চনের কায়দায় লোকটি একসঙ্গে দু'হাতে কারাটে চালায় । রাহুল আর অনিরুদ্ধ ছিটকে পড়ে । লোকটি এগিয়ে এসে রাহুলের বুকে পা রেখে দাঁড়ায় --*)

লোকটি ।। কই , শোনা দেখি এবার তোর পাইলসংস্‌ ! (*রাহুল হাত জোড় করে ক্ষমা চায়*) শালা, গলার আওজটা সরু বলে চিরকাল লোকে ধরে নিল আমি লোকটা ম্যাদামারা । আবে, ছোটোবেলা থেকে ল্যাঙট পরে কুস্তি লড়েছি রে ! দাদার সঙ্গে বাঘ শিকার করেছি । হাতের রিস্টখানা দেখেছিস ? (*দেখায়*) কাঁধের মাস্‌ল দেখেছিস ? যখন তখন পদ্মা এপার ওপার করতুম রে ! তোদের মতো দশটার মহড়া একাই নিতে পারি ।

(*অনিরুদ্ধ উঠে দাঁড়ায়*)

লোকটি ।। কী, ফোন করবি ? লাইন কাটা আছে রে বুরবক ।

রাহুল ।। (*মিনমিন ক'রে*) আপনার পরিচয়টা স্যার .....

লোকটি ।। এখনো চিনতে পারিস নি ? ব্রেন শর্ট ? ছোটোবেলায় হরলিক্‌স খাসনি বুঝি ? আরে বেম্মো বাড়িতে জন্মেছি বলে ভদ্রতা করতে করতেই সারা জীবন কেটে গেছে । তোদের মতো জন্তুগুলোকে দু'বেলা জুতোপেটা করার শখটা কোনোদিন মেটাতে পারিনি । এবার মেটাবো । পেছনে হনুমান-ছানা ভরে দেব । এখন থেকে ঠিক করেছি যেখানেই তোরা দিল্লগী-হুজ্জুতি করবি, সেখানেই আমি হাজির থাকবো । আশ মিটিয়ে ক্যালাবো । পেঁদিয়ে বাপের নাম খগেন করে দেব । খোমা বিগড়ে দেব সবার । বুঝেছিস হারামজাদা ? (*পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে কী যেন মেলায়*)

অনিরুদ্ধ ।। (*হাত কচলাতে কচলাতে*) আপনাকে স্যার কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে ।

লোকটি ।। হ্যাঁ রে শুয়োরের বাচ্চা, আলবাৎ দেখেছিস । তোর বাপও দেখেছে । (*লোকটির পকেটে মোবাইল বেজে ওঠে । বার করে । মোবাইলে কথা বলে .....*) কী গো, তোমার মধুর কণ্ঠ কতদিন শুনিনা ।... না, অন্তর ও অন্ত্র দুই যন্ত্রই এখন সুরে কথা বলছে । অল্পদিনের জন্য অপটু হয়েছিল । (*হেসে*) হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রাকৃত বাংলার চর্চা করে প্রভূত উপকার পেয়েছি । আসলে জানতাম তো বরাবরই, কিন্তু বাবামশাইয়ের ভয়ে অনুশীলন করতে পারতাম না ।.... হ্যাঁ, ভয় পেতাম বৈকি ! তবে এখন আর পাই না । বাবামশাই গত হয়েছেন সে-ও তো একশো বছর হল । .... না, কাজ চলে যাচ্ছে । মাঝে মাঝে একটু অসুবিধে হচ্ছে না তা নয়, হচ্ছে, সঙ্গে নোটবই রেখেছি, প্রয়োজন হলেই মিলিয়ে নিচ্ছি ।.... অ্যাঁ, কোথায় ? বাংলায় হবে ? তাই নাকি ? এ তো পরম শুভ সংবাদ গো । আমি একটু পরেই যাচ্ছি । এখানে কাজ প্রায় সমাধা হয়ে এসেছে, মধুরেণ সমাপয়েৎ করে নিয়েই রওনা হচ্ছি । (*মোবাইল আবার পকেটে রাখে*) কী চাঁদু, নিউ স্টাইল ঝাড়পিট আর একটু হবে নাকি ? *(মুন্নি খিলখিল করে হাসে) ।*

রাহুল ও অনিরুদ্ধ ।। ছেড়ে দিন স্যার । আর করব না ।

লোকটি ।। কী করবি না ?

রাহুল ।। চ্যাংড়ামি ।

অনিরুদ্ধ ।। ক্যাওড়ামি ।

লোকটি ।। (*সপাটে রাহুলের নিতম্বে লাথি মেরে*) অত সহজে রেহাই পাবি না কালিয়া ! শোন্, রোজ সকালে দু'জনে মিলে নিমতলা ঘাটে রিপোর্ট করবি । ওখানে দেখবি একটা স্মৃতিমন্দির আছে -- তার সামনে পঞ্চাশ বার নাকখত দিবি, তারপর গঙ্গাস্নান করবি । রোজ । (*মুন্নি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে । লোকটি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে । মুন্নি নির্ভয়ে তার কাছে আসে ।*)

লোকটি ।। তোর নাম কী রে ?

মুন্নি ।। তুমি জানো তো !

লোকটি ।। দূর পাগলি, মুন্নি আবার একটা নাম নাকি ! তোর সত্যিকারের নামটা বল ।

মুন্নি ।। সুরঞ্জনা । ডাকনাম সুরি ।

লোকটি ।। (*পকেট হাতড়ে চকলেট বার করে মুন্নিকে দেয়*) এই তো সুন্দর বাংলা নাম । শোন্ সুরি, তোকে একটা কাজ করতে হবে । যখনই এই উল্লুকগুলো কিচিরমিচির করবে, তখনই আমাকে খবর পাঠাবি, কেমন ? মনে থাকবে ?

মুন্নি ।। *(একগাল হেসে)* কেন থাকবে না !

লোকটি ।। কিন্তু কোথায় খবর পাঠাবি বল তো ? আমার ফোন নম্বর তো তুই জানিস না ।

মুন্নি ।। জানি তো । তোমার নম্বর ১৮৬১১৯৪১, আঠেরো একষট্টি উনিশ একচল্লিশ ।..... আচ্ছা, তোমার সাদা দাড়িটা কোথায় গেল গো ? আর সেই অ্যাত্তো লম্বা জোব্বাটা ?

লোকটি ।। (ঘাবড়ে যায় যেন, ব্যস্ত হয়ে ওঠে) অ্যাঁ ! ও, ঠিক আছে ঠিক আছে, পরে বলবো । আমি এখন চলি রে । সুইডেনে ওরা আমার গানের ওপর বাংলায় একটা সেমিনার ডেকেছে, আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শুরু হবে । তোকে যা বলেছি মনে থাকবে তো ?

মুন্নি ।। হ্যাঁ, থাকবে ।

লোকটি ।। ভুলবি না তো ?

মুন্নি ।। না ভুলবো না । (*চকলেট খায়*)

(লোকটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় । মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে ।''আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে / দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে '' -- গানের মাঝখানে যবনিকা পড়ে ।)